প্রতিবেদন

চাহিদা ৫০ টন, আনা হয় ৫ হাজার টন

ফরমালিনের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী শিল্প, শিক্ষা, চামড়া, টেক্সটাইল, মেলামাইন ও চিকিৎসা খাত মিলিয়ে প্রতিবছর দেশে ফরমালিনের চাহিদা ৫০ টন। অথচ প্রতিবছর ফরমালিন আমদানি করা হচ্ছে ৫ হাজার টন। চাহিদার তুলনায় একশ গুণ বেশি ফরমালিন আমদানি হলেও নিশ্চুপ প্রশাসন। অথচ ফরমালিনের কারণে দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ আক্রান্ত কিডনি রোগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ মতে, প্রতিবছর দেশে ১০ লাখ মানুষ ফরমালিনের কারণে নানা জটিল রোগে ভুগতে শুরু করেছে, এদের চিকিৎসা বাবদ গুনতে হচ্ছে ৩ হাজার ৪শ ৬২ কোটি টাকা।

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন আহমদের দেয়া তথ্য মতে, ফরমালিনযুক্ত খাবার গ্রহণের কারণে গেস্ট্রো-ইন্টে-স্টাইনাল ক্যান্সার, ন্যাজাল ক্যান্সার, ন্যাসো ফেরিনিয়োল ক্যান্সার, শ্বাস কষ্ট, ফুসফুস ক্যান্সার, চর্ম প্রদাহ, লিউকেমিয়া, ব্রেন ক্যান্সার ও কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। মহিলাদের অকাল গর্ভপাত, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ও প্রসবজনিত নানা জটিলতায় জন্ম নিচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশু।

পচনশীল মৃত জীবজন্তু ও উদ্ভিদকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং হাসপাতালে মূলত ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। পচনরোধে কার্যকর এই রাসায়নিক পদার্থ একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অতিমুনাফার আশায় শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ, মাংস, মিষ্টিসহ বিভিন্ন খাবারে ব্যবহার করে। এভাবে সেগুলোকে অধিক সময় সংরক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন বা পবার তথ্যমতে, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের নামে ফরমালিন, কার্বাইড, মাত্রাতিরিক্ত ইথিলিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে। শিল্পে ব্যবহারের নামে প্রতিবছর বৈধ ও অবৈধভাবে ফরমালিন আমদানি হচ্ছে ৫ হাজার টন। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য মতে, দেশে ফরমালিনের চাহিদা মাত্র ৫০ টন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দেয়া তথ্য মতে, গত তিন বছরে ফরমালিন আমদানি করা হয়েছে ১০ লাখ ১৯ হাজার ২৭৬ কেজি। বছরে এটি গড়ে প্রায় ৩ লাখ কেজি আমদানি করা হয়। ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৫ লাখ কেজি ফরমালিন আমদানি করা হয়।

কে কত পরিমাণ

উন্নত বিশ্বে ফরমালিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ি রয়েছে। সেখানে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ে কড়া নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তা সহজেই এদেশে প্রবেশ করছে। ফরমালিন আমদানিকারক সূত্রে জানা যায়, এদেশে ইতালি ও তুরস্ক থেকে সবচেয়ে বেশি ফরমালিন আসছে। এছাড়া চীন, ভারত, জার্মানি, স্পেন, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান থেকেও ফরমালিন আমদানি করা হয়। সূত্র মতে, ব্যবসায়ী-রা ফরমালডিহাইড বা প্যারা ফরমালডিহাইড আমদানি করে। এরপর ৪০ শতাংশ ফরমালডিহাইডের সঙ্গে ৬০ শতাংশ পানি মিশিয়ে ফরমালিন বানায়। সাধারণত ১ কিলোগ্রাম ফরমালডিহাইড থেকে ব্যবসায়ীরা ২৫ লিটার ফরমালিন তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর এবং বিমানবন্দর দিয়ে ফরমালিন আমদানি হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ ফরমালিন আমদানি করে তার চেয়ে ১শ গুণ বেশি ফরমালডিহাইড আমদানি করে। চট্টগ্রাম বন্দর সূত্রে জানা যায়, গত ছয় মাসে ফরমালিন আমদানি হয়েছে মাত্র ১১ টন। আর ফরমালডিহাইড ও প্যারা ফরমালডিহাইড আমদানি করা হয়েছে ১১ হাজার টন। এভাবে অবাধে ফরমালিন, ফরমালডিহাইড দেশে এলেও কাস্টমস কর্মকর্তারা কিছুই করতে পারেননি।

রাজস্ব বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের ৪২টি প্রতিষ্ঠান ২ কোটি ৬৮ লাখ ৬১ হাজার ৮শ ৫৩ কেজি ফরমালিন আমদানি করে। আমদানি করা প্রতিষ্ঠান ও আমদানির পরিমাণ নিম্নরূপ : হেলথ কেয়ার

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের নামে ফরমালিন, কার্বাইড, মাত্রাতিরিক্ত ইথিলিনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে। শিল্পে ব্যবহারের নামে প্রতিবছর বৈধ ও অবৈধভাবে ফরমালিন আমদানি হচ্ছে ৫ হাজার টন। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য মতে, দেশে ফরমালিনের চাহিদা মাত্র ৫০ টন

বদলে যাবে ডিএনএ

ফরমালিনের ইতিবাচক কোনো গুণ না থাকলেও একে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক আ ব ম ফারুক বলেন, এর ফলে শরীরের ডিএনএ গঠন বদলে যেতে পারে। এটা খুবই বিক্রিয়াশীল। ফরমালিনের কারণে লিভার ও ব্রেন ক্যান্সার হতে পারে। ফরমালিন শরীরে খাদ্য পরিপাকে বাধা দেয়, পাকস্থলীর ক্ষতি করে এবং লিভারের এনজাইমগুলো নষ্ট করে। ফলে কিডনি, লিভারের রোগ বাড়ে। শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও মানসিক বিকাশ হয় না। তাছাড়া হাড়ের গঠনে সমস্যা দেখা দিতে পারে।